জঘণ্য পাজীর চরিত্র চিত্রণ

- সব্যসাচী সরকার

চরিত্র চিত্রণের আগে লেখকের জবানীতে এটি যে একটি কাল্পনিক চরিত্র এবং স্থান কাল পাত্র ভেদে যদি কোন চরিত্রের সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায় তা নিতান্তই কাকতালীয় ঘটনা - এরকম একটা বয়ান দেওয়া হয়ে থাকে। তাই এবারের কাহিনীর নায়ককে এই কাল্পনিক পর্য্যায়ে ফেলে লেখাটা আরম্ভ করি। ভেবেছিলাম এই গল্পের নায়কের নামকরণ এমন একটা হবে যা কোন মতেই কোন জীবিত মানুষের সঙ্গে মিল খাবে না। তবুও না আঁচালে বিশ্বাস নেই কেননা জানতে পারলাম যে গতবারের লেখায় কাল্পনিক চরিত্রগুলির সঙ্গে যাদের চরিত্রের মিল পাওয়া গেছে আমার অনেক বন্ধুস্থানীয় সুহ্রদদের মারফৎ তাঁরা বিষয়টি অবগত হয়েছেন। খুব যে তাঁরা কুপিত হয়েছেন তা বোঝাগেলনা তবে কথায় বলে "রাজা যত বলে পারিষদ সব বলে তার শতগুণ"। তাই এবারের চরিত্রটি বিশেষভাবে তৈরী করতে হয়েছে। এটি তৈরী করতে দেবী দুর্গার অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত হবার পৌরানিক গল্পের নকল করেছি মাত্র। এই নকল করার মধ্যে আমার কোন ভয় নেই কারণ পৌরানিক কাহিনীর কপিরাইট অনেক বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে তাই আমরা টোকাটুকি করতে পারি। আমার গল্পের নায়ককে অধুনাসময়ের অস্ত্রগুলি দিয়ে সজ্জিত করার চেষ্টা করেছি। এগুলির ব্যবহার তিনি কি কি ভাবে করেছেন তাঁর কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন এই চরিত্রটিকে। দেবতাদের সমষ্টিগত শক্তি একত্রিত করে দেবীদুর্গার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আর আমার গল্পের নায়ক, মানুষদের সমষ্টিগত বিদ্বেষ, হতাশা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি অপগুণগুলি একত্রিত করে তৈরী করা হয়েছে। তাই সৃষ্টিকর্তা হিসেবে এই গল্পের নায়কের নামকরণ করলাম "জঘণ্য পাজী"। আমি নিশ্চিন্ত যে কোন বাবা ও মা বা দাদু ও দিদু বাড়ীর নবজাত শিশুর নামকরণ "জঘণ্য" করবেন না আর নবাব বাদশাদের দেওয়া উপাধিই হোক বা মনুসংহিতায় কুলীন ঋষিমুনি থেকে উদ্ভুত পদবীই হোক, "পাজী" শব্দ আক্ষরিকে পাওয়া যাবে না। পাঠকদের বলে রাখি উচ্চারণ দোষ যেন আপনার না থাকে কারণ "পাজী" অপভ্রংশে কুলীন পদবী হতে পারে আর চন্দ্রবিন্দুসহযোগে একটু ব্যতিক্রমে গুরুদাসপুরের জ্যেঠামশাই হয়ে যেতে পারেন। সে যাই হোক, জঘণ্য পাজী এক বিশেষ ব্যক্তিত্ত্ব। বাল্যকালে তিনি খেলাধুলা করতেন না শুধু পিঁপড়ে ও ফড়িং জাতীয় ক্ষুদ্র জীবগুলির পা (হাত যদি থাকে তাও) গুলি একটি একটি করে ছিঁড়ে নিয়ে এক নির্মল আনন্দ পেতেন। এরসঙ্গে অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে মোচড় দিয়ে কাঁদিয়ে তিনি অনাবিল আনন্দে মাততেন।

জঘণ্য একটু বড় হলেন। বাবার জামার পকেট থেকে টাকা সরিয়ে হিন্দি সিনেমা দেখা শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভেবেনিলেন পার্টী করলে ডোল মারফৎ পয়সা পাওয়া যায়। এবার হাতখরচের টাকার নিয়মিত ব্যবস্থা হওয়াতে একটু পানাসক্ত হয়ে পড়লেন। পাড়ার কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে বাছুরে প্রেম করলেন এবং পরে JEE entrance -এ ফেল করে সবাইকে কাঁদিয়ে গ্রাম থেকে গঞ্জে পৌঁছালেন কলেজে পড়তে। কলেজে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটলো। কলেজে union বাজী করে আর পার্টীর ডোল পেয়ে public পরীক্ষা পাস করে গেলেন। জঘণ্য এবার

বুর্জ্জোয়া দেশে তীর্থযাত্রায় বের হলেন। বাড়ীতে বলে গেলেন যে তার প্রতিভার মর্যাদা দেশের মানুষ বুঝতে পারল না তাই তিনি বিদেশে চললেন। বিদেশে আদি নামের কিছু symbolic অপভ্রংশ ব্যবহার হয়ে থাকে। এখানে code নামে হরিহরণ নামক তামিল ভারতীয়কে হ্যারি বলা হয়েই থাকে তবে অবশ্য পঞ্চনদনিবাসিনী প্রবাসিনী হরজিন্দর কৌরকে হ্যারি ডাকটাও সবল। পরশুরামের মতে প্রথম হ্যারিকে একটি সংক্ষিপ্ত পুঁ ব্যবহার এবং দ্বিতীয় হ্যারিকে স্ত্রী ব্যবহার করলে ভাল হত তবে সাহেবরা আজকাল পুঁ বা স্ত্রীর বাছবিচার করেন না। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধিনতা সংগ্রাম ও Europe -এর প্রথম industrial বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিশ্বযুদ্ধের পাকে পড়ে সব একাকার করে গেছেন। এখন তারা গে গে করে থাকেন। আমাদের নায়কের code নামকরণে কোনই সংঘাত হয়নি জঘণ্য পাজী সহজেই "জপা" বিনা চন্দ্রবিন্দু সহ ফরাসী নামের সঙ্গে মিল খাটিয়ে আমেরিকায় সেঁধিয়ে গেলেন। পাক্কা ৬ বৎসর গবেষণা করে তিনি একটি doctorate degree অর্জন করলেন। আরও কিছুদিন জীবনকে উপভোগ করার ইচ্ছায় তিনি একবার গ্রমের বাড়ীতে বাবা ও মার সঙ্গে দেখা করতে এলেন এক বিদেশিনী বান্ধবীকে নিয়ে। ঘরেতে প্রবেশ করেই তিনি বাবাকে ড্যাড বলে বান্ধবীকে পরিচয় করালেন। জপার মা, "ওরে খোকা বাবার নাম কি বলে বোঝালি? ওর নাম তো ড্যাড নয়। তোর ঠাকুমার মুখে শুনেছিলাম যে অনেক তপস্যা করে তোর বাবাকে বাঁচানো হয়েছিল এবং বাবা তারকেশ্বরের মন্দিরে পূজা করিয়ে নটি কড়ি দিয়ে কেনা বেচা হয়েছিল তাই তাঁর নাম "নকড়ি"। তুই ভাল করে ঐ খুকিকে বোঝা তোর বাবার আসল নাম কি"। বিদেশিনী প্রশ্ন করলেন যে ঐ ভদ্রমহিলা কিসব বলছেন - উত্তরে "জপা" বোঝালেন যে এইসব গাইদের (GUY!) এই একটা problem যে তাঁরা পরিবর্তিত জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেতে পারে না। মা বাবা, খুড়ো জ্যেঠা এমনকি ছোট ভাইবোনেরাও বুঝতে সক্ষম হলনা যে "জপা" গাই কোথা থেকে যোগাড় করলো বাড়ীতে গোয়াল না থাকা সত্ত্বেও। এই বিষয়ে কথাবার্তা শোনার পর "জপার" দুর্দান্ত দাদু হুংকার দিয়ে তার পুত্রবধূকে বলে উঠলেন, "বৌমা তোমার এড়েটার সময়মত গতি না করিয়ে একেবারে ধর্ম্মের ষাড় করে বাজারে ছেড়ে দিয়েছ, হাবিযাবি খেতে ও বলতে শিখেছে, বংশের বনেদী রুচির বারোটা বাজিয়েছে এখন মেমসাহেবকে নিয়ে দেশের বাড়ীতে বেলেল্লাপনা করতে এসেছে। হয় বিয়ে করতে বল না হয় ঝাঁটা মেরে আপদ তাড়াও"। দাদুর মধুর বাণী শুনে "জপা" বান্ধবীকে নিয়ে শহরের hotel -এ উঠলেন এবং একটি চাকরীও যোগাড় করলেন। বান্ধবী সুন্দরবনের বাঘ ও কুমীর দেখার চেষ্টা করে শেষে কোনার্কের মন্দির দর্শনে জীবনের inspiration নিয়ে "জপা"কে ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে গেলেন। জপা এখন JP ছাত্রদের ভাষায়। প্রগাঢ় পান্ডিত্য এঁর। কথায় কথায় Niagra জলপ্রপাত থেকে পড়ে যাওয়া মার্কিনীললনাকে কি ভাবে তিনি উদ্ধার করেছিলেন আর লা ভেগাসের ক্যাসিনোতে টাকা জিতে পিঁপে দুয়েক সোমরস পান করেছিলেন, বা নববর্ষের আবাহন পার্টীতে নির্বস্ত্র হয়ে মেমসাহেবদের সঙ্গে সারারাত নেচেছিলেন এই সব বলে স্মৃতিচারণ করতেন। শহর ও শহরতলী থেকে আসা ছাত্ররা JP কে দেখে গুরুতম গুরু ভাবতো, আর গ্রামের ছেলেরা ভয়ে ভক্তিতে বিহ্বল হয়ে বিদেশ এক বন্ধনমুক্ত রাজ্য যাকে স্বর্গরাজ্যের সঙ্গে তুলনা করা চলে ভাবত।

জপা আগে পার্টী করতেন তাই নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় "জয় মা লেংকটেশ্বরী তোমারই ন্যাজ পাকড়ে ধরি" formula তে কলেজের ও দেশের বড় মুখিয়ার ন্যাজ ধরে ফেললেন। মানুষমাত্রেই আপনি মহান বললে খুশী হন আর একটা মিথ্যাকে হাজারবার বললে বেশ সত্যি সত্যি লাগে। জপা পার্টী ব্যবস্থার নিয়মকানুন জানেন - তাই বড় মুখিয়ার সঙ্গে দেখা হতেই, "স্যার কি বলব আপনাকে না অমুক খারাপ বলছিল, থাক সেকথা আপনার শরীর কেমন আছে স্যার। আপনার কুকুরটির আগে সর্দ্দি করেছিল এখন ভালো আছে তো?" এইসব বলে উঁচুমহলে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করে চলেছেন। দাদু / বাবা গত হয়েছেন কিন্তু জপা কিছু ভুক্তাবশেষ কর্তাদের কাছ থেকে পেয়ে যাচ্ছেন। ভালোই দিনকাল চলছে।

এবার মার্কিনমুলুকে কয়েকদিনের জন্য গিয়েছিলাম। দুই এক ভূতপূর্ব ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হল যারা জপার গুণমুগ্ধ ছিল। হঠাৎ তাঁরা জিজ্ঞেস করে বসলো যে ক্লাসে একনো কি তিনি আমি যখন London -এ থাকতাম তখন ------- বলে তাঁর স্মৃতিচারণের Platinum জয়ন্তী কি পার করে ফেলেছেন?

জপা বা তাঁর ভূতপুর্ব ছাত্রদের জানা নেই যে জপার এই প্রতিদিনের জাবরকাটার মত স্মৃতিচারণ একটি নতুন hyposyndrome - "আমাদের London-এ" একটি রোগ তবে এই রোগমুক্তির জন্য বিজ্ঞানীরা সময়নষ্ট করতে রাজী নয়। ম্যালেরিয়াতে যত লোক মারা যায় আজও তার ধারে কাছে AIDS বা ক্যানসারে মারা যাওয়া লোকসংখ্যা আসে না। তাই জঘণ্য পাজী তার স্মৃতিচারণের রোগ নিয়ে এখনো আমাদের লন্ডনে বলে চলেছেন ---- কখন, কে তার উপায় করে বলা যাচ্ছেনা। আপনাদের মধ্যে কেউ কি ওনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন? এটা কিন্তু "পি-সি-চল-জি" কেস একটু ভেবেচিন্তে এগোবেন। Protocol হিসেবে গুঁতো খাবার সম্ভাবনা ১০০ প্রতিশত।

কাল্পনিক চরিত্রের লেখক অবধ্য তাই আমার ভয় নেই।